বসন্তের প্রভাত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বসন্তের প্রভাত

আত্তারের দোয়া:

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই **"বসন্তের প্রভাত"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, জশনে বিলাদতের সদকায় তাকে মৃত্যুর সময় **আপন প্রিয় আখেরী নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার উপর এক শত রহমত নাযিল করেন।" **(আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭২৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রবিউল আউয়াল শরীফ আসতেই চতুর্দিকে বসন্তকাল আগমন করে। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

আশিকদের অন্তরে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। বৃদ্ধ হোক কিংবা যুবক, প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমান যেন অন্তরের মুখ দিয়ে অন্তরের ভাষায় বলে উঠে:

নিছার তেরী চেহেল পেহেল পর হাজার ঈদে রবিউল আউয়াল,
সিওয়ায়ে ইবলিস কে জাহা মে সবহি তো খুশিয়া মানা রহে হে।

(দিওয়ানে সালিক, ১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যখন সমগ্র বিশ্ব কুফরী, শিরক, পশুত্ব, বর্বরতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ঠিক তখনি **১২ই** রবিউল আউয়াল শরীফের রাতে মক্কা শরীফে হযরত সায়্যিদাতুনা মা আমেনা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর পবিত্র ঘর থেকে এমন এক নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হলো, যা সমগ্র বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে দিলো। ভূলুণ্ঠিত মানবতা যার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ছিল, **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হয়ে এই পৃথিবীতে শুভাগমণ করলেন।

মোবারক হো কেহ খাতামুল মুরসালিন তাশরিফ লে আয়ে,
জনাবে রাহমাতুল্লিল আলামিন তাশরিফ লে আয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বসন্তের প্রভাত

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **১২** রবিউল আউয়াল শরীফের সুবহে সাদিকের সময় জগতে শুভাগমণ করেন, আর এসেই নিরাশ্রয়, পেরেশান, দুঃখী, আঘাতে জর্জরিত দরজায় দরজায় হোচট খাওয়া বেচারা গরীবদের দুশ্চিন্তার সন্ধ্যাকে বসন্তের প্রভাত (সকাল) বানিয়ে দিয়েছেন।

মুসলমানো! সুবহে বাহারা মোবারক!
ওহ বরসাতে আনওয়ার ছরকার আয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে **আল্লাহ পাকের নূর, রহমতে ভরপুর, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে শুভাগমণ করার সাথে সাথে কুফরী ও শিরিকের মেঘ কেটে গেল। ইরান সম্রাট "কিসরার" প্রাসাদে ভূকম্পন হলো তাতে **১৪**টি গম্বুজ ধ্বংস হলো। ইরানের যে অগ্নিকুন্ড এক হাজার বছর ধরে জ্বলছিল হঠাৎ করে মুহূর্তে তা নিভে গেল। সাবা নদী শুকিয়ে গেল। কা'বা শরীফ আন্দোলিত হতে লাগল, আর মাথা নিচু করে মূর্তিগুলো উল্টে পড়ে গেল।

তেরী আমদ থি কেহ বাইতুল্লাহ মুজরে কো ঝোকা,
তেরী হায়বত থি কেহ হার ভুত থর থরা কর গীর গেয়া।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ, ৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৃথিবীতে অনুগ্রহ ও রহমত হয়ে তাশরীফ আনেন। আর নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণ হওয়ার দিনই তো আনন্দ ও খুশির দিন হয়। যেহেতু **আল্লাহ পাক ১১**তম পারার সূরা ইউনুস এর ৫৮নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা-১১, সুরা- ইউনুছ, আয়াত-৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন- **আল্লাহ**রই অনুগ্রহ ও তারই দয়া আর সেটার উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা উত্তম।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! **আল্লাহ পাকের** রহমতের উপর আনন্দ উদযাপনের জন্য কোরআনুল করীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

চেয়ে বড় **আল্লাহ্ পাকের** কোন রহমত কি আছে? দেখুন, কুরআন মজিদে'র ১৭তম পারার সূরা আম্বিয়া এর ১০৭নং আয়াতে পরিস্কার ঘোষণা রয়েছে:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

(পারা: ১৭, সুরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

সাহাবে রহমতে বারী হে বারভী তারিখ,
করম কা চশমায়ে জারি হে বারভী তারিখ।

(যওকে নাত, ১২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শবে কদরের চেয়েও উত্তম রাত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "নিঃসন্দেহে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের রাত লাইলাতুল কদরের চেয়েও উত্তম। কেননা বিলাদতের রাত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর এই দুনিয়াতে শুভাগমণের রাত। যেহেতু 'লায়লাতুল কদর' **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদত্ত (নেয়ামতরাজীর) মধ্যে

একটি মাত্র রাত (নেয়ামত)। আর যে রাত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের কারণে সম্মানিত, তা ঐ রাতের চেয়েও বেশি উত্তম ও সম্মানিত, যে রাত ফিরিস্তা অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে। অর্থাৎ **শবে কদর**। (মা-ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ, ১০০ পৃষ্ঠা)

সকল ঈদের সেরা ঈদ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **১২ই** রবিউল আউয়াল মুসলমানদের জন্য সকল ঈদের সেরা ঈদ। নিঃসন্দেহে আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পৃথিবীতে জল-স্থলের মহান বাদশাহ্ হিসাবে যদি না আসতেন তবে কোন ঈদ ঈদই হতো না, কোন রাত **'শবে বরাত'** হতো না। বরং আসমান জমিনের যাবতীয় সৌন্দর্য ও শান শওকত তিনি **জানে জাহান, মাহবুবে রহমান, ছরওয়ারে দো'জাহান, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম শরীফের ধূলোর ছদকা।

ওহ জু না থেহ তো কুছ ন থাহ, ওহ জু না হো তো কুছ না হো,
জান হ্যা ওহ জাহান কি, জান হে তো জাহান হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মিলাদ ও আবু লাহাব

আবু লাহাব মারা যাওয়ার পর একদিন তার পরিবারের কিছু লোক তাকে স্বপ্নে খুবই খারাপ অবস্থায় দেখতে পেল। জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি পেয়েছ? সে বলল: তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে আসার পর আমার ভাগ্যে ভাল কিছু নসীব হয়নি। অতঃপর নিজের বৃদ্ধাগুলীর নিচে বিদ্যমান ছিদ্রের দিকে ইশারা করে বলতে লাগল: এটা ব্যতীত যে, এটা থেকে আমাকে পানি পান করানো হয়। কেননা, (এর দ্বারা ইশারা করে) আমি আমার দাসী সুয়াইবাকে আযাদ করে দিয়েছিলাম। **(মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৬৬১, উমদাতুল ক্বারী, ১৪তম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১০১)** (اَلْحَمْدُ لِلّٰه) সুয়াইবা (পরবর্তীতে) ইসলাম কবুল করেন এবং তিনি সাহাবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।) হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এ ইশারার উদ্দেশ্য হলো, আমাকে সামান্য পানি দেওয়া হয়। **(উমদাতুল ক্বারী)**

www.dawateislami.net

মুসলমান ও মিলাদুন্নবী

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই ঘটনার মধ্যে মিলাদ শরীফ উদযাপনের পক্ষে মিলাদ শরীফ উদযাপনকারীদের জন্য বড় দলিল রয়েছে, যারা **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের রাতে খুশি উদযাপন করে এবং টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ খরচ করে। (অর্থাৎ আবু লাহাব, যে কাফির ছিল, সে যখন **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের সংবাদে খুশি হওয়াতে এবং তার দাসী (সুয়াইবা) কে দুধ পান করানোর কারণে এর প্রতিদান হিসাবে মুক্তি দিয়েছিল। তবে ঐ মুসলমানের কি মর্যাদা হবে, যার হৃদয় নবী প্রেমে ভরপুর এবং আনন্দচিত্তে মিলাদ শরীফে সম্পদ খরচ করছে। কিন্তু এটা আবশ্যক যে, **মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাহফিল, গান বাজনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের যাবতীয় সরঞ্জাম থেকে পবিত্র হতে হবে।)

(মাদারিজুন্নবুওয়াত, ২য় খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

জশ্নে বিলাদত ধুম ধামের সাথে উদযাপন করুন

হে আশিকানে মিলাদ! ধুম ধামের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করুন। যেহেতু আবু লাহাবের মত কাফিরেরও শুভাগমণের আনন্দ উদযাপন করার কারণে উপকার হয়েছে, তাহলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরাতো মুসলমান। আবু লাহাবতো **আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের খুশি উদযাপনের নিয়্যতে নয় বরং নিজের ভাতিজা আগমনের কারণে আনন্দিত হয়েছিল আর নিজের দাসী সুয়াইবাকে দুধ পান করানোর কারণে তাকে আযাদ করে দেয়। এরপরও সে তার প্রতিদান পায়। তাহলে আমরা যদি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য **প্রিয় নবী, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের আনন্দ উদযাপন করি, তাবে কিভাবে বঞ্চিত থাকতে পারি?

শবে বিলাদত মে সব মুসলমা, না কিউ করে জান ও মাল কুরবা,
আবু লাহাব জেয়সে সখত কাফির, খুশি মে জব ফয়েয পা রাহা হে।

(দিওয়ানে সালিক, ১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মিলাদ উদযাপনকারীদের উপর প্রিয় নবী ﷺ সন্তুষ্ট হন

একজন সম্মানিত আলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নযোগে দীদার লাভ করলাম। আমি আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মুসলমানগণ যে প্রতি বছর আপনার শুভাগমণের আনন্দ উদযাপন করে এটা আপনার পছন্দ কিনা? **দয়ালু নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে আমার প্রতি খুশি হয় আমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হই।" (তাজকিরাতুল ওয়ায়েজীন, ১২৫ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা। সুবুলুল হুদা, ১ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

শুভাগমনের খুশিতে পতাকা উত্তোলন করা

হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: "একদা আমি দেখলাম; তিনটি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে, তার একটা পূর্বে একটা পশ্চিমে, আর একটা কা'বা শরীফের ছাদের উপর, আর ইত্যবসরে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত (দুনিয়াতে শুভাগমন) হয়ে গেল।

(দালায়েলুন নবুওয়ত, ৩৬৩ পৃষ্ঠা, নং- ৫৫৫)

www.dawateislami.net

রুহুল আমী নে গাড়া কাবে কি ছাদ পে ঝান্ডা,
তা আরশ উড়া পরেরা সুবহে শবে বিলাদত।
(যওকে না'ত, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পতাকা সহকারে জুলুছ উদযাপন

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মদীনার দিকে হিজরত করছিলেন এবং মদীনা শরীফের কাছাকাছি "গামীম" নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন 'বরিদায়ে আসলমী' বনী ছহম গোত্রের সত্তর জন সাওয়ারী নিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে (**আল্লাহর** পানাহ!) গ্রেফতার করার জন্য হুঙ্কার ছেড়ে দৌঁড়ে আসল কিন্তু **আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভদৃষ্টির ফয়েয ও বরকতের প্রভাবে তিনি নিজেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের জেলখানায় বন্দী হয়ে সম্পূর্ণ কাফেলা সহ ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মদীনা শরীফে আপনার আগমণ পতাকা সহকারে হওয়া উচিৎ। এই বলে তিনি নিজের পাগড়ী খুলে নিয়ে বর্শায় বাঁধলেন এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগে আগে চলতে লাগলেন। (আখলাকুন নবী, ১৪৪ পৃষ্ঠা, নং- ৭৪৭)

মাহবুবে রব্বে আকবর, তাশরিফ লা রহে হে,
আজ আম্বিয়া কে সরওয়ার, তাশরিফ লা রহে হে।
কিউ হে ফাজা মুআত্তর! কিউ রওশনী হে ঘর ঘর,
আচ্ছা! হাবিবে দাওয়ার, তাশরিফ লা রহে হে।
ঈদো কি ঈদ আয়ী, রহমত খোদা কি লায়ী,
জুদ ও সখা কে পায়কর, তাশরিফ লা রহে হে।
হুরে লাগি তরানে, নাতো কে গুনগুনানে,
হুর ও মালক কি আফসর, তাশরিফ লা রহে হে।
আলম মে জু হে ইয়াকতা, বে মিসিল হে জু আক্বা,
ওহ আমেনা তেরে ঘর, তাশরিফ লা রহে হে।
আত্তার আব হুশী ছে, ফুলা নেহী সামাতা,
দুনিয়া মে ইসকে সারওয়ার, তাশরিফ লা রহে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০১-৩০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর ﷺ এর শুভাগমণে জশ্নে মিলাদ উদযাপনকারী বংশ

মদীনা শরীফে ইবরাহীম নামে একজন ব্যক্তি **মাদানী আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক ছিলেন। তিনি সর্বদা হালাল রুজি আয় করতেন এবং ঐ হালাল আয়ের অর্ধেক টাকা জশ্নে মিলাদ উদযাপনের জন্য পৃথক করে জমা

করতেন।[১] রবিউল আউয়ালের আগমনের সাথে সাথে শরীয়াতের সীমার ভিতর থেকে জাক জমকের সাথে **জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করতেন। **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরীবদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতেন। ভাল কাজের মধ্যে নিজের টাকা পয়সা ব্যয় করতেন। তার সম্মানিতা বিবি সাহেবাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকা ছিলেন। স্বামীর সকল কাজে সার্বিক সহযোগিতা করতেন। স্ত্রী ইন্তিকাল করার পরও তার কাজে কোন বিঘ্ন ঘটলনা। একদা ইবরাহীম তার যুবক সন্তানকে ডেকে উপদেশ দিলেন, **"হে প্রিয় সন্তান!** আজ রাতে আমার ইন্তিকাল হবে। আমার সারা জীবনের পুঁজি বলতে ৫০টি দিরহাম ও উনিশ গজ কাপড় রয়েছে। কাপড় গুলি কাফনের কাজে ব্যবহার করবে আর বাকী রইল দিরহাম। তা যদি সম্ভব হয় ভাল কাজে ব্যয় করিও। এরপর কলেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করেন এবং এ অবস্থায় তাঁর রূহ শরীর থেকে বের হয়ে গেল।

---

(১) হায়! আমাদের উপার্জনের অর্ধেক না হলেও ১২ শতাংশ বরং এক ভাগও যদি জশনে বিলাদতের জন্য বের করে এটাকে দ্বীনি কাজে খরচ করার উৎসাহ রাখতাম।

www.dawateislami.net

ছেলে অসিয়তমত বাবাকে সমাহিত করলেন। এখন ৫০ টি দিরহাম কোন্ ভালকাজে ব্যয় করবে, তা তাঁর বুঝে আসছে না। এই চিন্তা নিয়ে যখন রাতে ঘুমালেন তখন স্বপ্নে দেখলেন, কিয়ামত সংঘঠিত হয়ে গেছে আর চারিদিকে সবাই নফসী নফসী শব্দে চিৎকার করছে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা জান্নাতের দিকে রওয়ানা দিচ্ছে। যখন দেখলেন পাপীদের টেনে হেচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন এই যুবক এ ভেবে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছিল যে, তার ব্যাপারে কি ফয়সালা হচ্ছে? ইতোমধ্যে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো।, "এই যুবককে জান্নাতে যেতে দাও।" অতঃপর তিনি খুশি মনে জান্নাতে প্রবেশ করলেন এবং আনন্দচিত্তে ভ্রমণ করতে লাগলেন। সাত জান্নাত ভ্রমণ করার পর যখন ৮ম জান্নাতে যেতে চাইলেন তখন জান্নাতের দারোগা হযরত রিদওয়ান (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন: "এই জান্নাতে কেবল তারাই প্রবেশ করতে পারবে যারা রবিউল আউয়াল মাসে **প্রিয় নবী, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের দিনে আনন্দ উদযাপন করেছে।" এই কথা শুনে ঐ যুবক বুঝতে পারলেন আমার সম্মানিত মরহুম পিতা মাতা

www.dawateislami.net

এই জান্নাতেই থাকবেন। এমতাবস্থায় আওয়াজ আসলো, "এই যুবককে ভিতরে আসতে দাও। তাঁর পিতামাতা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চান।" তখন তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করলেন। ভিতরে প্রবেশ করে তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর মাতা মরহুমা হাওজে কাউছারের নিকট বসা আছেন। পাশে একটি সিংহাসন রয়েছে যার উপর একজন বুজুর্গ মহিলা বসা রয়েছেন। তাঁর চারিদিকে চেয়ার বিছানো রয়েছে যার উপর কিছু সম্মানিতা মহিলাগণ বসা রয়েছেন। ঐ যুবক এক ফিরিস্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। এই মহিলারা কারা? তিনি (ফিরিস্তা) বললেন: "সিংহাসনের উপর রয়েছেন **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহ্জাদী হযরত ফাতেমা যাহ্রা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এবং চেয়ারগুলোতে রয়েছেন; হযরত খদিজাতুল কোবরা, আয়েশা ছিদ্দিকা, বিবি মরিয়ম, বিবি আছিয়া, হযরত বিবি সারা, বিবি হাজেরা, বিবি রাবেয়া, হযরত জুবায়দা رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ। তিনি এ দৃশ্য দেখে খুব আনন্দিত হলেন। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, এক বিশাল সিংহাসন বসানো হয়েছে এবং তার উপর **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাঁদের চেয়েও উজ্জল

www.dawateislami.net

নূরানী আপন চেহারা মোবারক নিয়ে বসা আছেন। চারপাশে চারটি চেয়ার বসানো আছে, যেগুলোর উপর খোলাফায়ে রাশেদীন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বসা আছেন। ডানদিকে স্বর্ণের চেয়ারে নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام বসা রয়েছেন। বাম দিকে শোহাদায়ে কেরাম বসা রয়েছেন। ইতোমধ্যে তাঁর মরহুম পিতা ইবরাহীমকেও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বসা সমাবেশে দেখতে পেলেন। তাঁর পিতা তাঁকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি তাঁর আব্বাকে পেয়ে অনেক খুশি হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: **হে আব্বাজান!** আপনার এই মহান মর্যাদা কিভাবে অর্জন হলো? উত্তর দিলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটা হলো **জশ্নে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপনের প্রতিদান। এরপর ঐ যুবকের চোখ খুলে গেল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে ঐ যুবক তাঁর ঘর বিক্রি করে দিলেন এবং মরহুম পিতার অবশিষ্ট ৫০ দিরহামের সাথে নিজের সমস্ত টাকা একত্রিত করে খাবারের আয়োজন করলেন এবং আলিম-ওলামা ও নেক্কার বান্দাদের দাওয়াত দিলেন। তাঁর অন্তর দুনিয়ার মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সারাক্ষণ মসজিদে ইবাদত ও মসজিদের খেদমত করতে লাগলেন এবং

www.dawateislami.net

তাঁর জীবনের অবশিষ্ট ৩০ বছর ইবাদত বান্দেগীতে কাটিয়ে দিলেন। ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনার এখন কি অবস্থা?” উত্তরে বললেন: “**জশ্‌নে মিলাদুন্নবী**” উদযাপনের বরকতে আমাকে জান্নাতে আমার মরহুম আব্বাজানের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

(তাযকিরাতুল ওয়ায়েজীন, ১২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বখশ দেয় মুজকো ইলাহী! বেহরে মিলাদুন্নবী,
নামায়ে আমাল ইছয়া ছে মেরা ভরপুর হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জশ্‌নে মিলাদুন্নবী উদযাপনের সাওয়াব

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: “**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমণের রাতে আনন্দ উদযাপনকারীদের প্রতিদান হলো; **আল্লাহ পাক** তাঁর দয়া আর মেহেরবানীতে তাদেরকে

"জান্নাতুন নাঈম" দান করবেন। মুসলমানগণ সর্বদা **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করে আসছেন। বিলাদতে মুস্তফায় আনন্দিত হয়ে মানুষকে দাওয়াত দেয়। খাবারের আয়োজন করে, বেশি পরিমাণে দান খয়রাত করে আসছেন, আনন্দ প্রকাশ করছেন। তাছাড়া **নবী করীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যমণ্ডিত শুভাগমনের আলোচনার ব্যবস্থা করেন এবং নিজেদের ঘর-বাড়ী সজ্জিত করে থাকেন, আর এই সমস্ত ভাল কাজের বরকতে তাদের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষিত হয়। (মা-ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্, ১০২ পৃষ্ঠা)

যমানে ভর মে ইয়ে কায়েদা হে, কেহ জিসকা খানা উসি কা গানা,
তো নেয়ামতে জিন কি খা রহে হে, উনহি কে হাম গীত গা রহে হে।

(দিওয়ানে সালিক, ১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইহুদীদের ঈমান নছিব হলো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহিদ বিন ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "মিশরে এক আশিকে রাসূল বসবাস করতেন, যিনি রবিউল আউয়াল শরীফে **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **জশ্নে বিলাদত** উদযাপন

www.dawateislami.net

করতেন। একবার রবিউল আউয়াল মাসে তার প্রতিবেশী ইহুদী মহিলা তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলো: "আমাদের মুসলিম প্রতিবেশী বিশেষ করে এই মাসে প্রতিবছর কিছু নির্দিষ্ট দাওয়াতের আয়োজন কেন করে থাকেন? ইহুদী উত্তরে বললো: "এই মাসে **তাদের নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন, এজন্য তাঁরা **'জশ্নে বিলাদত'** উদ্যাপন করে থাকেন। আর মুসলমানগণ এই মাসকে খুবই সম্মান করেন। এই কথা শুনে ইহুদী মহিলা বলল: "বাহ্! মুসলমানদের এই রীতি কতই না প্রিয় ও সুন্দর। এই সব লোকেরা তাদের রাসূলের প্রতি প্রেম ও ভালবাসায় উজ্জীবিত হয়ে প্রতি বছর **'জশ্নে বিলাদত'** উদযাপন করে থাকেন।" ঐ মহিলা রাত্রে যখন ঘুমালেন, তখন তার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠল। তিনি স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, খুবই সুন্দর একজন বুজুর্গ তাশরীফ এনেছেন। তাঁর ডানে ও বামে চারিদিকে মানুষের ভীড়। ঐ মহিলা সামনে অগ্রসর হয়ে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন: "এই বুজুর্গ ব্যক্তিটি কে?" তিনি বললেন: "ইনি হচ্ছেন **আখেরী নবী, মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। তিনি তোমাদের মুসলিম প্রতিবেশী কর্তৃক **'জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী'** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপনের কারণে তাকে খায়র ও বরকত

দান করতে, তার সাথে সাক্ষাত করতে এবং তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য তাশরীফ এনেছেন।" ইহুদী মহিলা পূনরায় বলল: **"আপনাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি আমার কথার উত্তর দিবেন?" ঐ ব্যক্তি বললেন: "জ্বী হ্যাঁ!" এরপর ঐ মহিলা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আহ্বান করলেন: **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তরে **"লাব্বায়িক"** বললেন। এতে ঐ মহিলা খুবই প্রভাবিত হলো আর বলতে লাগলো: "আমিতো মুসলমান নই তবু আপনি আমার আহ্বানে কেন উত্তর দিলেন?" **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তুমি মুসলমান হতে যাচ্ছো। এতেই ঐ মহিলা অতর্কিতভাবে বলে উঠলো: **"নিঃসন্দেহে আপনি সম্মানিত নবী ও উত্তম আদর্শের অধিকারী। যে আপনার অবাধ্য হয়েছে সে ধ্বংস হয়েছে। যে আপনার সম্মান বুঝে না, সে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্থ।"** এই বলে সে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। এরপর তাঁর চোখ খুলে গেল এবং তিনি আন্তরিকভাবে সত্যিকারের একজন মুসলমান হয়ে গেলেন। আর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে, "সকালে উঠে আমি

www.dawateislami.net

আমার সমস্ত সম্পদ **আল্লাহর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **জশ্নে বিলাদতের** আনন্দ উদযাপনে কুরবান করে দিব এবং খাবারের আয়োজন করব।" যখন সকালে উঠলেন, দেখতে পেলেন তাঁর স্বামী খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত। এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি এগুলো কি জন্য করছেন?" তিনি (স্বামী) বললেন: "এই জন্য খাবারের আয়োজন করছি যে, তুমি মুসলমান হয়ে গেছ।" স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কিভাবে জানেন?" তিনি (স্বামী) বললেন: "আমিও রাতে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারকে হাত রেখে ঈমান এনেছি।" **(তাজকিরাতুল ওয়ায়েজীন, ৫৯৮ পৃষ্ঠা, কুয়েটা)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমদে ছরকার ছে জুলমাত হুয়ী কাফুর হে,
কিয়া জমি কিয়া আসমা হার সাম্ত ছায়া নূর হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামী ও জশ্নে বিলাদতে মুস্তফা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর জশ্নে বিলাদতে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উদযাপনে নিজেদের একটি নিজস্ব পন্থা রয়েছে। পৃথিবীর অগণিত দেশে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ব্যবস্থাপনায় **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাতে আজিমুশ্শান ইজতিমায়ে মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তার বরকতের কথা কি বলব! এখানে অংশগ্রহণকারীরা জানি না কত সৌভাগ্যবান নেক নামাযী হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে চারটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি।

(১) গুনাহের চিকিৎসা মিলে গেল

একজন নবী প্রেমিকের কিছুটা এরূপ বর্ণনা: **"ঈদে মিলাদুন্নবী"** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাতে বাবুল মদীনা করাচী 'কাকরী গ্রাউন্ডে' অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ে মিলাদ (১৪২৬ হিঃ) এ আমার পরিচিত একজন প্রসিদ্ধ বেনামাযী মডার্ণ যুবক অংশগ্রহণ করে। বসন্তের প্রভাতের (১২ই রবিউল আউয়াল) আগমণের সময় দরূদ ও সালামের আওয়াজ এবং **মারহাবা**

ইয়া মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুললিত আওয়াজে তার অন্তরের জগতে পরিবর্তন এসে গেল। নেকীর প্রতি মুহাব্বত ও অসৎ কাজে ঘৃণা চলে আসল। তিনি সাথে সাথেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করার ও দাঁড়ি রাখার নিয়্যত করলেন, আর বাস্তবিকই শেষ পর্যন্ত তিনি নামাযী ও দাঁড়ি সম্পন্ন হয়ে গেলেন। এছাড়াও তার ভিতর এমন এক মন্দ স্বভাব ছিল, যা এখানে আলোচনা করা আমি ভাল মনে করছি না। ইজতিমায়ে মিলাদের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার ঐ মন্দ অভ্যাসও দূর হয়ে গেল। অন্যভাবে যদি বলতে চান তাহলে এভাবে বলতে হয়, ইজতিমায়ে মিলাদে অংশগ্রহণের বদৌলতে পাপীদের গুনাহের চিকিৎসা মিলে গেল।

মাংলো মাংলো উনকা গম মাংলো, চশমে রহমত নিগাহে করম মাংলো।
মাসিয়ত কি দাওয়া লা জারাম মাংলো, মাংনে কা মজা আজ কি রাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) অন্তরের ময়লা ধুয়ে দিল

উত্তর করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বয়ানকে নিজস্ব ভঙ্গিতে আপনাদের নিকট পেশ করছি: "মাহে রবিউল আউয়াল শরীফের প্রথম দিকে কিছু আশিকানে রাসূল আমি

পাপী বেআমলকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে 'কাকরী গ্রাউন্ড' বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায়ে মিলাদে অংশগ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দেন। আমার সৌভাগ্য যে, আমি তাতে অংশগ্রহণ করার ওয়াদা করলাম। যখন ১২ই রবিউল আউয়ালের রাত আসল তখন আমি ওয়াদা মোতাবেক ইজতিমায়ে মিলাদে যাওয়ার জন্য মাদানী কাফেলার সাথে বাসে আরোহণ করলাম। এক আশিকে রাসূল ঐ বাসের মধ্যে চম্ চম্ নামী মিষ্ঠান্ন থেকে প্রায় ৩০ জন ইসলামী ভাইদের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে দিলেন। বন্টনকারীর মুহাব্বত ভরা ধরণ দেখে আমার অন্তরে রেখাপাত করল। শেষ পর্যন্ত আমি ইজতিমায়ে মিলাদে পৌঁছে গেলাম। আমি জীবনে এই প্রথমবার এমন একটি হৃদয়কাড়া দৃশ্য দেখলাম। **না'ত, দরূদ-সালাম** ও **মারহাবা ইয়া মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহুমুহু আওয়াজ আমার অন্তরের সমস্ত ময়লা ধুয়ে পরিস্কার করে দিতে লাগল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি সাথে সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন মুখে দাঁড়ির জ্যোতি ছড়াচ্ছে এবং মাথায় পাগড়ীর বাহার শোভা পাচ্ছে।

এখন সুন্নাতের সাড়া জাগানোর সৌভাগ্য অর্জন করছি।

আতায়ে হাবিবে খোদা মাদানী মাহল,
হে ফয়যানে গাউছ ও রযা মাদানী মাহল।
ইহা সুন্নাতে সিখনে কো মিলেগি,
দিলায়ে গা খওফে খোদা মাদানী মাহল।
ইয়াকিনান মুকাদ্দার কা ওহ হে সিকান্দর,
জিছে খাইর ছে মিল গেয়া মাদানী মাহল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬-৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) নূরের বর্ষণ

১৪১৭ হিজরীর **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিন দুপুরের সময় প্রতি বছরের মত যোহর নামাযের পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র "হালকা" নাজেমাবাদ, বাবুল মদীনা করাচীর মাদানী জুলুস **"ছরকার কী আমদ মারহাবা"** এর আওয়াজ তুলে তুলে এবং **"মারহাবা ইয়া মুস্তফা"** এর শ্লোগান দিতে দিতে রাস্তা অতিক্রম করছিল। স্থানে স্থানে জুলুস থামিয়ে আশিকানে রাসূলকে বসিয়ে বসিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া হচ্ছিল। ইত্যবসরে একটি জায়গায় ১০ বছরের

www.dawateislami.net

একজন বাচ্চা উঠে নেকীর দাওয়াত পেশ করতে লাগলেন। তখন জুলুছের মধ্যে নিরবতা বিরাজ করছিল। বয়ান শেষে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু জিজ্ঞাসা করতে করতে হালকা নিগরানের নিকট পৌঁছলেন। তার মধ্যে যথেষ্ট ভাবাবেগ বিরাজ করছিল। সে বলতে লাগল: "আমি আমার খোলা চোখে দেখলাম, বয়ানের সময় আপনাদের এই ছোট বাচ্চা ও মুবাল্লিগসহ জুলুছের সকল অংশগ্রহণকারীদের উপর নূরের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছিল। ক্ষমা করবেন, আমি একজন অমুসলিম। আমাকে তাড়াতাড়ি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিয়ে দিন।" এ ঘটনায় "মারহাবা" ধ্বনিতে সমগ্র ময়দান আন্দোলিত ও মুখরিত হয়ে উঠল।

ঈদে মিলাদুন্নবীর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাদানী জুলুছের মহত্ব এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** এ বরকতময় বাহার দেখে শয়তান তার কালো মুখ নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করার পর ঐ ব্যক্তি এই বলতে বলতে চলে গেল যে, اِنْ شَآءَ الله "আমি আমার বংশের লোকদের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করব।"

www.dawateislami.net

এমনকি তিনি বাস্তবেও সে কাজে মনোনিবেশ করলেন এবং তাঁর ইসলামের দাওয়াতে তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান এবং তাঁর বাবা সহ সকলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যান।

ঈদে মিলাদুন্নবী হে দিল বড়া মাসরুর হে,
হার তরফ হে শাদমানী রঙ্গ ও গম কাপুর হে।
হার মালাক হে শাদে মা খোশ আজ এক হুর হে,
হা মগর শয়তান মাআ রুপাকা বড়া রনজুর হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) আজও জলওয়া ব্যাপক

এক আশিকে রাসূল এর বয়ান কিছুটা এরকম, "কাকড়ি গ্রাউন্ড" বাবুল মদীনা করাচিতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান রাতে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী মিলাদে আমরা কিছু ইসলামী ভাই উপস্থিত হলাম। আলোচনা চলাকালে এক ইসলামী ভাই বলতে লাগল: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায়ী মিলাদের আগে অনেক ভাবাবেগ সৃষ্টি হতো, এখন আগের মত আর কিছুই নেই। এটা শুনে অপরজন বলল:

"বন্ধু আমার মনে হয় আপনার এখানে কিছু ভুল হচ্ছে। ইজতিমায়ী মিলাদের ধরন তো একই আছে কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের অন্তরের অবস্থা আগের মত নেই। **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূলের** যিকির কিভাবে পরিবর্তন হবে? আসলে আমাদের মন মানসিকতারই পরিবর্তন হয়েছে। আজো যদি আমরা সমালোচনাতে ঘুরাফেরা না করে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনোরম ধ্যানে ডুবে গিয়ে না'ত শরীফ শ্রবণ করি, তবে اِنْ شَآءَ الله আসা করি দয়ার উপরই দয়া হবে।"

প্রথম ইসলামী ভাইয়ের দৃঢ় শয়তানী প্রতারণা একনিষ্ঠ যিম্মাদার নয় এমন লোকের মত ছিলো আর তার ভাবনাটি যদিও মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়ে ইজতিমায়ী মিলাদ থেকে বঞ্চিত করে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার মত ছিল, কিন্তু অপর ইসলামী ভাইয়ের অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ উত্তরকে শতকোটি মারহাবা! কেননা সেটি প্রথম ইসলামী ভাইয়ের নফসে লাওয়ামাকে জাগ্রতকারী শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার মত ছিল। সুতরাং তাঁর এ সঠিক ও হৃদয়গ্রাহী উত্তরটি প্রভাবের তীর হয়ে আমার হৃদয়ে গেঁথে গেল। আমি সাহস

www.dawateislami.net

করে পা বাড়ালাম আর মিলাদুন্নবীর ইজতিমার মধ্যস্থলে পৌঁছে গেলাম এবং আশিকানে রাসূলদের সাথে চুপচাপ বসে গেলাম। আর না'তের ছন্দময় মাধুর্যে বিভোর হয়ে পড়লাম। এমনি অবস্থায় **'সুবহে সাদিক'** এর সময় নিকটবর্তী হলো। সকল ইসলামী ভাইয়েরা! **"বসন্তের প্রভাতের"** সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইজতিমার মধ্যে প্রেমের এক বহিঃপ্রকাশ উদ্ভাসিত ছিল। চারিদিকে **'মারহাবা'** এর সাড়া পড়ে গেল। **শাহে খাইরুল আনাম, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরূদ সালামের তোহফা পেশ করা হচ্ছিল, আশিকানে রাসূলের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু বইতে লাগল। সবদিক থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আমার মাঝেও আশ্চর্য ধরনের ভাবাবেগ লক্ষ্য করলাম। আমার গুনাহে পরিপূর্ণ দুই চোখে দেখলাম চারিদিক থেকে রহমতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। মনে হলো যেন পুরো ইজতিমাটাই রহমতের বৃষ্টি বর্ষণে ধৌত হচ্ছিল। আমি আমার শরীরের চামড়ার চক্ষু বন্ধ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যময় ধ্যানে নিমজ্জিত হয়ে দরূদ ও সালাম পড়তে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

এই অবস্থায় হঠাৎ আমার অন্তরের চোখ খুলে গেল এবং সত্যই বলছি, যার **জশ্নে বিলাদত** উদযাপন করা হচ্ছিল, ঐ মহান **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি গুনাহগারের উপর অশেষ দয়া করলেন এবং **তাঁর** মহান দীদার দানে ধন্য করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দীদারে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বারা আমার কলিজা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল। বাস্তবেই ঐ ইসলামী ভাই সত্যই বলেছিলেন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মিলাদুন্নবীর ইজতিমায়ী মিলাদ আগের মতই ভাবাবেগে ভরপুরই আছে। কিন্তু আমাদের অবস্থারই পরিবর্তন হয়ে গেছে। যদি আমরা একনিষ্টভাবে মনোনিবেশ করি তাহলে আজো যে তাঁর জলওয়া সর্বব্যাপী তা অনুভব করতে পারব।

আখ ওয়ালা তেরে যৌবন কা তামাশা দেখে,
দিদায়ে কোর কো কিয়া আয়ে নজর কিয়া দেখে।
কুয়ি আয়া পাকে চলা গেয়া, কুয়ী ওমর ভর ভি না পা সকা,
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফয়সেলে ইয়ে বড়ী নসীব কি বাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জশ্নে বিলাদতের ১২টি মাদানী ফুল

(১) **জশ্নে বিলাদতের** খুশিতে মসজিদ, ঘর, দোকান এবং বাহন সমূহ্ সহ নিজ এলাকার সব জায়গায় মাদানী পতাকা উড়াবেন, খুব বেশি আলো প্রজ্জলিত করবেন, নিজ ঘরে কমপক্ষে ১২টি বাল্ব অবশ্যই জ্বালাবেন। ১২ তারিখ রাতে ধূমধামের সাথে ইজতিমায়ে মিলাদে অংশগ্রহণ করুন। সুবহে সাদিকের সময় মাদানী পতাকা উত্তোলন করুন। দরূদ ও সালাম পড়তে পড়তে অশ্রুসিক্ত নয়নে **"বসন্তের প্রভাত"**কে অভ্যর্থনা জানান। ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফের দিন রোযা রাখুন। যেহেতু আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক সোমবার রোযা রাখার মাধ্যমে নিজ বিলাদত দিবস পালন করতেন। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ্ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "**রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সোমবার দিন রোযা রাখার ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলো। (কেননা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রাখতেন) উত্তরে **রাসূলে পাক, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এই দিন (সোমবার)

www.dawateislami.net

আমার শুভাগমন হয়েছে আর এই দিন আমার উপর (প্রথম) ওহী নাযিল হয়েছে।" (ছহীহ্ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৮,(১১৬২)) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম কাসতলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন: "হুজুরের বিলাদতের দিন সমূহে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করার বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে এটি একটি পরীক্ষিত বিষয় হলো, মিলাদ উদযাপন কারীগণ ঐ বৎসর নিরাপদ থাকে এবং প্রতিটি আশা তাড়াতাড়ি পূরণ হয়। **আল্লাহ পাক** ঐ ব্যক্তিকে দয়া করুন, যিনি রবিউল আউয়াল শরীফের রাত সমূহকে ঈদ বানিয়ে নিয়েছেন। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

(২) **বায়তুল্লাহ্ শরীফের** নকশা **(MODEL)** ব্যবহারের ক্ষেত্রে (**আল্লাহ**র পানাহ!) কোথাও কোথাও (কাপড়ের মহিলা) পুতুল কর্তৃক তাওয়াফ দেখানো হয়ে থাকে। এটা গুনাহ্। জাহেলী যুগে **কা'বাতুল্লাহ্ শরীফে** ৩৬০টি মূর্তি রাখা হয়েছিল। আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা বিজয়ের পর কা'বা শরীফকে মূর্তি থেকে পবিত্র করেছিলেন। এজন্য কা'বা শরীফের নকশাতে ও মূর্তি (পুতুল) না হওয়া চাই। তার স্থলে

www.dawateislami.net

প্লাষ্ঠিকের ফুল রাখা যেতে পারে। (কা'বা শরীফের তাওয়াফের দৃশ্যের মধ্যে যেগুলোতে চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না, ঐগুলোকে মসজিদ কিংবা ঘরে রাখা জায়েয। তবে হ্যাঁ, যে জীবের ছবি যমীনে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভালভাবে দেখলে তার মুখ সুস্পষ্ট দেখা যায়, তা ঝুলিয়ে রাখা জায়েয নেই বরং গুনাহ্)

(৩) এমন দরজা বা গেইট **(GATE)** দেয়া যাবে না, যাতে ময়ূর বা অন্য কোন প্রাণীর ছবি নির্মিত থাকে। প্রাণীদের ছবি রাখার তিরস্কার সংক্রান্ত দুটি হাদীসে মোবারকা পড়ুন, আর **আল্লাহ পাকের** ভয়ে প্রকম্পিত হোন। **(১)** "(রহমতের) ফিরিস্তা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর কিংবা প্রাণীর ছবি থাকে।" (বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩২২) **(২)** "যে ব্যক্তি (প্রাণীদের) ছবি তৈরী করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করতে থাকবেন, যতক্ষণ না সে এটার ভিতর (প্রাণ) ফুঁকে দেবে। আর (এটা সত্য যে) সে সেটাতে কখনও প্রাণ দিতে পারবে না।"

(বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২২২৫)

www.dawateislami.net

(৪) **জশ্নে বিলাদতের** আনন্দে কিছু কিছু লোক গান বাজনার আয়োজন করে থাকে, এটা করা শরীয়াত মতে গুনাহ্। এ ব্যাপারে দুটি হাদীসের পেশ করা হলো: (১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমাকে ঢোল ও বাঁশী ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" (ফিরদাউসুল আখবার, ১ম খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬১২) (২) হযরত সায়্যিদুনা দাহহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: "গান অন্তরকে নষ্ট করে দেয় এবং **আল্লাহ পাক**কে অসন্তুষ্ট করে দেয়।" (তাফসীরাতে আহমদীয়া, ৬০৩ পৃষ্ঠা)

(৫) নাতের মাহফিল সাজাতে ও নাতে পাকের ক্যাসেট চালাতে পারবেন, তবে ছোট আওয়াজে আর সেখানেও আযান ও নামাযের সময়ের প্রতি সজাগ থাকতে হবে এবং এর দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তির ও অন্যান্যদের যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। (মহিলাদের কণ্ঠের না'তের ক্যাসেট চালাবেন না)

(৬) সর্বসাধারণের চলাফেরার রাস্তায় এভাবে সাজ সজ্জা করা বা পতাকা লাগানো, যাতে রাস্তায় চলাফেরা করা কিংবা গাড়ী চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে, এরূপ করা না-জায়িয।

www.dawateislami.net

(৭) আলোকসজ্জা দেখার জন্য মহিলাদের পর্দাহীনভাবে বের হওয়া হারাম ও লজ্জাজনক কাজ। তাছাড়া পর্দা সহকারেও মহিলাদের প্রচলিত নিয়মে সাধারণভাবে পুরুষদের সাথে মেলামেশা, এটাও খুব দুঃখজনক। আলোকসজ্জা করতে গিয়ে বিদ্যুৎ চুরি করাও জায়েয নেই। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে বৈধ পন্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আলোকসজ্জা করতে হবে।

(৮) মিলাদুন্নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জুলুছে যতদূর সম্ভব অযু রাখুন। নামায জামাআত সহকারে পড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। আশিকানে রাসূল কখনও জামাআত ত্যাগকারী হয় না।

(৯) মিলাদুন্নবীর জুলুসকে ঘোড়ারগাড়ী ও উটের গাড়ী থেকে মুক্ত রাখা উচিত। কেননা সে সব প্রাণীদের পায়খানা-প্রস্রাব জুলুসে অংশগ্রহণকারী আশিকানে রাসূলের কাপড়-চোপড় নষ্ট করে দিতে পারে।

(১০) জুলুছের মধ্যে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা ও মাদানী ফুলের বিভিন্ন লিপলেট খুব

বেশি করে বণ্টন করুন। সাথে সাথে (ফেলে না দিয়ে) ফল-ফ্রুটও মানুষের হাতে হাতে বন্টন করতে থাকুন। তা মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে পায়ের নিচে পিষ্ট হলে ঐগুলোর অসম্মানী হবে।

(১১) আলোকসজ্জা ও না'রার ধ্বনি মিলাদুন্নবীর জুলুছের প্রচার ও প্রসারতা বাড়িয়ে দেয়। (জুলুছের সার্বিক কর্মকান্ড) শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার মধ্যে শুধু নিজেদেরই নয় বরং সকলেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(১২) খোদা না করুন! বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক যদি হালকা-পাতলা ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে যায় তবুও উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে প্রতিউত্তরের চেষ্টা করবেন না। এটা করলে আপনাদের জুলুস ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে এবং দুশমনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

গুনছে চাটকে ফুল মেহকে হার তরফ আয়ি বাহার,
হো গেয়ী সুবহে বাহারা ঈদে মিলাদুন্নবী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জশ্নে বিলাদত সম্পর্কিত আত্তারের চিঠি

(মাদানী আবেদন, প্রতি বছর সফরুল মুযাফ্ফর মাসের শেষ সাপ্তাহিক ইজতিমায় মাকতুবে আত্তার (আত্তারের চিঠি) পড়ে শুনিয়ে দিন। (ইসলামী বোনেরা! প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে নিবেন।)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সগে মদীনা মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِيَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে সকল আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের খেদমতে -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

আন্দোলিত হোন! খুব শ্রীঘ্রই রবিউল আউয়াল মাস আগমনকারী। ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে জশনে বিলাদতের ধুমধাম সহকারে উৎযাপনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

তুম বি করকে উনকা চর্চা আপনে দিল চমকাউ,
উচে মে উচা নবী কা ঝান্ডা ঘর ঘর মে লেহরাও।

www.dawateislami.net

(১) চাঁদ রাতে এই শব্দগুলো মসজিদে তিনবার ঘোষণা করুন "সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের মোবারকবাদ যে, রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে।"

রবিউল আউয়াল উম্মিদো কি দুনিয়া সাথ লে আয়া,
দোয়াও কি কবুলিয়ত কো হাতোহাত লে আয়া।

(২) দয়া করে! রবিউল আউয়াল শরীফের বরকতে আজকে থেকে ইসলামী ভইয়েরা সারাজীবনের জন্য এক মুষ্ঠি দাঁড়ি ও ইসলামী বোনেরা সারাজীবনের জন্য শরয়ী পর্দা করার নিয়্যত করে নিন। (পুরুষদের দাড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট রাখা এবং মহিলাদের বেপর্দা হওয়া হারাম, যদি কেউ এ কাজগুলি করে থাকে, তাহলে তার তাড়াতাড়ি তাওবা করে এ সমস্ত গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা জরুরী।)

ঝুক গেয়া কা'বা সবি ভুত মুহ কে বাল আউন্দে গিরে,
দবদবা আমদ কা থা, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

(৩) সুন্নাত ও নেকী সমূহের উপর স্থায়িত্ব অর্জন করার মাদানী ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে: সকল আশিকানে রাসূল

ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা প্রতিদিন **'পরকালিন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ'** করার মাধ্যমে **"নেক আমলের রিসালা"** পূরণ করে প্রতি মাসের **১**ম তারিখের মধ্যে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর নিয়্যত করে নিন। اِنْ شَآءَ الله তাকওয়ার অমূল্য ধনভান্ডার অর্জিত হবে এবং ইশকে রাসূলের সূধা পাত্রভর্তি পান করার সৌভাগ্য নসীব হবে।

বদলীয়া রহমত কি চায়ে বুন্দিয়া রহমত কি আয়ে,
আব মুরাদি দিল কি পায়ে আমদে শাহে আরব হে।

(কাবলায়ে বখশিশ, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

(৪) দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগণ সহ সকল ইসলামী ভাইয়েরা নিয়্যত করে নিন: সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ (প্রশ্নোত্তর শুরু হওয়া থেকে কমপক্ষে **১** ঘন্টা **১২** মিনিট) এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভর ইজতিমায় "রাতে ইতিকাফ"ও করবো। এটাও নিয়্যত করুন: প্রতিমাসে **৩** দিন, প্রতি **১২** মাসে এক মাস এবং জীবনে কমপক্ষে **১২** মাসের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করবো।

সকল আশিকানে রাসূল নিগরান ও যিম্মাদার সহ রবিউল আউয়াল শরীফে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে কমপক্ষে তিন দিনের জন্য সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং প্রতিদিন "ঘর দরস"ও দিন বা শুনুন আর ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ, প্রতিদিন "ঘর দরস" (শুধুমাত্র ঘরের ইসলামী বোন ও মুহরিমদের মাঝে) জারি রাখবেন।

ম্যায় মুবাল্লিগ বনো সুন্নাতো কা, খোব চর্চা করো সুন্নাতো কা,
ইয়া খোদা! দরস দোঁ সুন্নাতো কা, হোক করম বেহরে খাকে মদীনা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নিজের মসজিদ, ঘর, দোকান, কারখানা ইত্যাদিতে ১২টি বা কমপক্ষে ১টি করে মাদানী পতাকা রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর থেকে শুরু করে ১২ই রবিউল আউয়াল পর্যন্ত উড়াতে থাকুন। বাস, জীপ, ট্রেন, লঞ্চ, স্ট্রীমার, জাহাজ, মালগাড়ী, ট্রাক, ট্রলী, টেক্সি, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদিতে নিজ

সামর্থ্য অনুযায়ী মাদানী পতাকা কিনে বেঁধে দিন। নিজের সাইকেল, স্কুটার এবং কারের (গাড়ীর) সাথেও লাগিয়ে দিন। اِنْ شَآءَ الله চারিদিকে মাদানী পতাকার সুদৃশ্য বাহার সকলের দৃষ্টিগোচর হবে। সাধারণতঃ ট্রাকের পিছনে বিভিন্ন প্রাণীর বড় বড় ছবি এবং অযথা কবিতা লেখা থাকে। আমার আবেদন হচ্ছে; ট্রাক, বাস, মালগাড়ী, রিক্সা, টেক্সি, সুজুকী ও কার ইত্যাদির পেছনে তৎপরিবর্তে নিম্নলিখিত শব্দ সমূহ্ স্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়ে দিন, **"আমি দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালবাসি।"**

আত্তারের দোয়াঃ হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি নিজের মোটর সাইকেল (শুধু সামনের দিকে আর), কার (গাড়ী), টেক্সি, বাস, ট্রাক, মাল গাড়ী, পানির ট্যাংক, রিক্সা, সুজুকী ইত্যাদির সামনে বা পিছনে বা উভয় দিকে **"আমি দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালবাসী"** লিখে বা লিখাবে বা এটার স্টীকার লাগায় বা লাগাবে, তার গাড়ীকে দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষিত রাখো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো اٰمِين। যে কোন গাড়ীর

www.dawateislami.net

মালিককে এই কাজের জন্য প্রস্তুত করবে তার হকেও এই দোয়া কবুল করো।

বিশেষ সতর্কতা: যদি পতাকার মধ্যে সবুজ গম্বুজ, না'লাইন শরীফের নক্শা কিংবা অন্য কোন লিখা থাকে, তাহলে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তা যেন টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে না যায়। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন, আর অসম্মানী হয়ে যায়, এমন পতাকা উঠাবেন না। যখন ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফের দিন চলে যাবে, সাথে সাথে সকল পতাকা ও লাইটিং এর সরঞ্জাম খুলে নিন। বিশেষ করে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা ও দা'ওয়াতে ইসলামীর মসজিদ সমূহ ও জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা সমূহ সেগুলো থেকেও ঠিক সময়ে এই ব্যবস্থা করুন।

নবী কা ঝান্ডা লেকর নিকলো দুনিয়া পর ছা জাও,
নবী কা ঝান্ডা আমন কা ঝান্ডা ঘর ঘর মে লেহরাও।

(৬) নিজ ঘরে ১২টি লরী বাতি বা কমপক্ষে ১২টি বাল্ব দ্বারা আলোকিত করুন, এমনকি মসজিদ ও মহল্লায় ১২ দিন পর্যন্ত আলোকসজ্জা জারী রাখুন। যেখানে মসজিদের

www.dawateislami.net

চাঁদায় ১২ দিন পর্যন্ত আলোকসজ্জার প্রচলন নেই, সেখানে এই কাজের জন্য আলাদাভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে ১২ দিন পর্যন্ত আলোকসজ্জা করুন। সম্পূর্ণ এলাকাকে মাদানী পতাকা ও বিভিন্ন রঙের বাতি দ্বারা সজ্জিত করে নববধুর ন্যায় বানিয়ে ফেলুন। মসজিদ ও ঘরের ছাদে, চৌরাস্তা ইত্যাদিতে, পথচারী এবং আরোহীদের কষ্ট না হয় মত সর্বসাধারণের অধিকার খর্ব না করে রাস্তার খালি অংশে ১২ মিটার সাইজ বা প্রয়োজন অনুসারে সাইজ করে বড় বড় পতাকা ঝুলিয়ে দিন। রাস্তার মধ্যখানে পতাকা লাগাবেন না। কেননা এতে ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ হবে। এমনকি গলির ভিতর কোথাও এ ধরণের সাজ-সজ্জা করবেন না, যা দ্বারা মুসলমানদের চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়, আর তাতে তাদের অধিকার খর্ব হয় ও তারা মনক্ষুন্ন হয়। (মনে রাখবেন! এ আলোকসজ্জার জন্যও বিদ্যুৎ চুরি করা হারাম। তাই এই ব্যাপারে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বৈধ পন্থায় বিদ্যুৎ লাভের ব্যবস্থা করুন।)

www.dawateislami.net

মাশরিক ও মাগরিব মে এক এক বামে কাবা পর ভি এক,
নসব পরচম হো গেয়া আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

(৭) প্রত্যেক ইসলামী ভাই সাধ্যমত বেশি বেশি করে কিংবা কমপক্ষে ১২ টাকা দিয়ে "মাকতাবাতুল মদীনা" থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা ও বিভিন্ন লিফলেট বন্টন করুন। ইসলামী বোনেরাও নিজ ইসলামী বোনদের মাঝে বিতরণ করুন। এভাবে সারা বছর ইজতিমায় রিসালার স্টলের ব্যবস্থা করে নেকীর দা'ওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন। আনন্দ কিংবা শোকের অনুষ্ঠানে এবং মৃত ব্যক্তিদের ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রিসালার ষ্টল খুলে দিন এবং অপরাপর মুসলমানদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন। আর সবাই সাপ্তাহিক রিসালা পাঠ করার বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন এবং প্রতি বছর ১২ মাসের জন্য "মাসিক ফয়যানে মদীনা" এর বুকিং দিন।

চারছু রহমতো কি হাওয়ায়ে চলি, হো গেয়ী জিসসে সারি ফাযা দিল নশী,
মাসকুরাও সবহি আগেয়ে হে নবী, গম কে মারো তোমহারী খুশি কেলিয়ে।

www.dawateislami.net

(৮) লিফলেট **"জশ্নে বিলাদতের ১২ মাদানী ফুল"** সম্ভব হলে ১১২ অন্যথায় কমপক্ষে ১২টি আর পারলে **"বসন্তের প্রভাত"** রিসালাটির ১২ কপি "মাকতাবাতুল মদীনা" থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে বন্টন করে দিন। বিশেষ করে "পরিচালনা পরিষদের" ঐ সকল ভাই পর্যন্ত পৌঁছে দিন যারা জশ্নে বিলাদতের সাড়া জাগাচ্ছে। রবিউল আউয়াল শরীফে (প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়েরা) কোন সুন্নী আলেম বা নিজ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদিমের কিছু না কিছু আর্থিক সহযোগিতা করবেন। বরং এই খিদমত প্রতিমাসে চালু রাখার নিয়্যত করুন। তাহলে মদীনা মদীনা হয়ে যাবে। বিয়ের সময় কার্ডের সাথে রিসালা, আর সম্ভব হলে বয়ানের ক্যাসেটও একত্রে দিয়ে দিন। ঈদ কার্ডের রেওয়াজ বন্ধ করে তার স্থানে রিসালা, ক্যাসেট বন্টনের প্রথা চালু করুন, যাতে করে যে টাকা খরচ হবে তা দ্বীনের কাজে আসে। আনন্দ ও শোকের অনুষ্ঠানে আপনার এলাকার মাকতাবাতুল মদীনার সাথে যোগাযোগ করে স্টল লাগান এবং মুসলমানদের মাঝে

www.dawateislami.net

সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামী কিতাব ও রিসালা ফ্রি বন্টন করুন।

বিলাদত শাহে দ্বী হার খুশী কি বাইস হে,
হাজার ঈদ সে ভরী হে বারভী তারিখ।

(যওকে নাত, ১২২ পৃষ্ঠা)

(৯) বড় শহরের মধ্যে প্রত্যেক এলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর নিগরান (উপ শহরের জিম্মাদারগণ উপশহরে) ১২ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন মসজিদে আজিমুশশান সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করবেন। বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ঘর, আশিকানে রাসূলের দোকান, মার্কেট, কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতেও এই ইজতিমা করুন। (যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা মাদানী মারকায এর পদ্ধতি মোতাবেক ঘরের মধ্যে ইজতিমার আয়োজন করবেন।)

লব পর না'তে রাসূলে আকরাম হাতো মে পরচম,
দিওয়ানা ছরকার কা কিতনা পেয়ারা লাগতা হে।

(১০) ১১ তারিখ সন্ধ্যায় নতুবা ১২ তারিখ রাতে ভালো ভালো নিয়্যতে গোসল করে নিন। যদি সম্ভব হয় সকল ঈদের সেরা ঈদের সম্মানার্থে সাদা পোশাক, পাগড়ী,

মাথাবন্ধ, টুপি, মাদানী চাদর, মিসওয়াক, পকেট রুমাল, জুতা, তাসবীহ, আতরের শিশি, হাতের ঘড়ি, কলম, প্যাড, ইত্যাদি নিজের ব্যবহারের প্রত্যেক জিনিস নতুন কিনে নিন। (মিলাদ শরীফের মজলিশ ও অন্যান্য মঙ্গলময় মজলিশের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। (নামাযের আহকাম, ১১৫ পৃষ্ঠা)) (ইসলামী বোনেরাও নিজ ব্যবহার সামগ্রী সম্ভব হলে নতুন কিনুন।)

আয়ি নয়ি হুকুমত সিক্কা নয়া চলে গা,
আলম মে রংগ বদলা সুবহে শবে বিলাদত।

(যওকে না'ত, ৯৫ পৃষ্ঠা)

(১১) ১২ তারিখ রাত ইজতিমায়ে মিলাদের মাধ্যমে অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় নিজ নিজ হাতে মাদানী পতাকা তুলে নিয়ে দরূদ সালামের শ্লোগান তুলে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসন্তের সকালের অভ্যর্থনা জানান। ফযরের নামাযের পর সালাম ও ঈদ মোবারক বলে একে অপরের সাথে খুশি মনে সাক্ষাত করুন, আর সারাদিন ঈদের মোবারকবাদ পেশ করে ঈদ উদযাপন করুন।

www.dawateislami.net

ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদ কি বি ঈদ হে,
বিল ইয়াকিন হে ঈদে ঈদা ঈদে মিলাদুন্নবী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

(১২) আমার প্রিয় নবী, উভয় জহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রেখে নিজ বিলাদতের দিন পালন করতেন, আপনিও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে **১২ই** রবিউল আউয়াল শরীফে রোযা রেখে মাদানী পতাকা হাতে নিয়ে মিলাদুন্নবীর জুলুসে যোগ দিন। যতটুকু সম্ভব হয়, অযু অবস্থায় থাকুন। মুখে দরূদ সালাম ও না'তে মুস্তফার আওয়াজ তুলুন, না'ত ও দরূদ সালামের ফুল বর্ষণ করুন। দৃষ্টিকে নত রেখে পূর্ণ ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে পথ চলুন। লাফালাফি ও অহংকার করে চলে কাউকে সমালোচনা করার সুযোগ দিবেন না। (দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগণ জুলুসে মিলাদে ঐ নারা লাগাবে বা গাড়ীতে ঐ কালাম চালাবে, যা মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে জারী হবে।)

www.dawateislami.net

রবিয়ে পাক তুজ পর আহলে সুন্নাত কিউ না হো কুরবা,
কে তেরী বারভি তারিখ ওহ্ জানে কমর আয়া।
(কাবালায়ে বখশিশ, ৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জশ্নে বিলাদত উদযাপনের বিভিন্ন নিয়্যত

বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস শরীফ হলো:

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات অর্থাৎ- "কাজের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।" (সহীহ্ বুখারী, ১ম খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা) প্রত্যেক ভালকাজে আখিরাতের সাওয়াবের নিয়্যত করাটা আবশ্যক। জশ্নে বিলাদত উদযাপনের ক্ষেত্রেও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যত করাটা জরুরী। সাওয়াবের নিয়্যতের জন্য আমলটি শরীয়াত অনুযায়ী এবং ইখলাছ দ্বারা সজ্জিত হওয়া খুবই জরুরী। যদি কেউ লোক দেখানো বা বাহবা পাওয়ার জন্য, এর জন্য বিদ্যুৎ চুরি করে, জোর করে চাঁদা সংগ্রহ করে, শরীয়াতের গন্ডির বাইরে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয় এবং সর্বসাধারণের হক নষ্ট করে এবং এমন সময় উচ্চস্বরে মাইক বাজায় যখন অসুস্থ, ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং দুধপানকারী বাচ্চার কষ্ট হয়, তবে সেক্ষেত্রে সাওয়াবের নিয়্যত করা অনর্থক, বরং গুনাহগার হবে।

ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে সে ক্ষেত্রে সাওয়াব ও তত অধিক পাওয়া যাবে। এজন্য অনেক ভালো ভালো নিয়্যতের মধ্য থেকে এখানে মাত্র ১৬টি নিয়্যত পেশ করা হচ্ছে। যার নিকট নিয়্যতের জ্ঞান রয়েছে, তিনি সাওয়াব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এর চেয়েও বেশি নিয়্যতের সমৃদ্ধি ঘটাতে পারেন। যথাসম্ভব নিম্নে প্রদত্ত নিয়্যত গুলো করে নিন। জশ্নে বিলাদত উদযাপনের ১৬টি নিয়্যত:

জশ্নে বিলাদত উদযাপনের ১৬টি নিয়্যত

(১) কোরআন শরীফের হুকুম: وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর আপনার প্রতিপালকের নেয়ামতের খুব চর্চা করুন। (পারা: ৩০, সুরা: দোহা, আয়াত: ১১)) এই আয়াতের উপর আমল করে **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে বড় নিয়ামতের (অর্থাৎ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) চর্চা (খুব আলোচনা) করব। (২) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, জশ্নে বিলাদতের খুশি উদযাপনে আলোক সজ্জা করব। (৩) জিব্‌রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام শুভাগমনের রাতে ৩টি পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। এর অনুসরণে আমরাও পতাকা উড়াব। (৪) অতি ধুমধামের সাথে **মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

উদযাপন করে অমুসলিমদের উপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রভাব বৃদ্ধি ঘটাব। (ঘরে ঘরে আলোকসজ্জা এবং মাদানী পতাকা দেখে বাস্তবিকই অমুসলিমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, মুসলমানদের হৃদয়ে তাদের নবীর বিলাদতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রয়েছে। **(৫)** বাহ্যিক সাজ-সজ্জার সাথে সাথে তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজের অভ্যন্তরিন জগতকেও সাজিয়ে নিব। **(৬)** ১২ তারিখ রাতে সম্মিলিতভাবে আয়োজিত ইজতিমায়ী মিলাদ ও **(৭) ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিন সকালে বের হওয়া জুলুসে অংশগ্রহণ করে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরের সৌভাগ্য অর্জন করব। **(৮)** আলিমগণ ও **(৯)** নেককার বান্দাদের যিয়ারত, **(১০)** আশিকানে রাসূলের নৈকট্যের বরকত অর্জন করব। **(১১)** মিলাদুন্নবীর জুলুসে মাথায় পাগড়ির তাজ সাজাব এবং **(১২)** সম্ভব হলে সারাদিন ওযু অবস্থায় থাকব। **(১৩)** জুলুস চলাকালীন সময়েও মসজিদে জামাআত সহকারে নামায পড়া ত্যাগ করব না। **(১৪)** সামর্থ্য অনুযায়ী মাকতাবাতুল মদীনার দ্বীনি রিসালা বন্টন করব। **(১৫)** ইনফিরাদী কৌশিশ করে কমপক্ষে ১২ জন ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলায় সফর করার দাওয়াত দিব।

(১৬) মিলাদুন্নবীর জুলুসে যতটুকু সম্ভব সম্পূর্ণ রাস্তা মুখে ও চোখে **'কুফ্লে মদীনা'** লাগিয়ে না'ত শুনব এবং দরূদ ও সালাম অধিক হারে পড়ব।

হে মুস্তফার প্রতিপালক! আমাদেরকে আনন্দ চিত্তে এবং ভালো ভালো নিয়্যতের সাথে জশ্নে বিলাদত উদযাপনের তৌফিক দান করো এবং জশ্নে বিলাদতের সদকায় আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসেবে প্রবেশের সৌভাগ্য দান করো। আপন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো।

বিলাদত কা সদকা পড়োসি বানানা, শাহা! খুল্দ মে জব ইয়ে বদকার আয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫০১ পৃষ্ঠা)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই রিসালাটি পাঠ করার পর সাওয়াবের নিয়্যতে অপরকে দিয়ে দিন।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৭ মুহাররম ১৪৪২ হিজরি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন পাক		সুবুলুল হুদা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসীরে আহমদীয়া	পেশওয়ার	আল সিরাতুন নববীয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আল সিরাতুল হালভীয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসলিম	দারে ইবনে হাযম, বৈরুত	মাদারেজুন নবুওয়াত	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রযা, হিন্দ
মুসান্নিফ আব্দুর রায্যাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মাচাবাতা বিস সুন্নাহ	নঈমীয়া রযবীয়া, লাহোর
মু'জাম আউসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	তাযকিরাতুল ওয়ায়িযীন	বুম্বাই, হিন্দ
হাওয়াতিফুল জিনান	দারুল বাশায়ির, দামেশ্ক	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
ফিরদৌসুল আখবার	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	হাদায়িকে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
উমদাতুল ক্বারী	দারুল ফিকির, বৈরুত	যওকে নাত	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
দালায়িলুন নবুওয়ত	আল মাকতাবা আল আসরিয়া, বৈরুত	কাবালায়ে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আখলাকুন নবী	দারুল কুতুবিল আরবী, বৈরুত	দিওয়ানে সালিক রসায়িলে নঈমীয়া সম্বলিত	নঈমী কুতুব খানা, গুজরাট
আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

জশ্নে বিলাদতের নারা

ছরকার কি আমদ মারহাবা,
সরদার কি আমদ মারহাবা,
সালার কি আমদ মারহাবা,
মুখতার কি আমদ মারহাবা,
গমখার কি আমদ মারহাবা,
তাজেদার কি আমদ মারহাবা,
শানদার কি আমদ মারহাবা,
শহরইয়ার কি আমদ মারহাবা,
শাহে আবরার কি আমদ মারহাবা,
আম্বায়ে আনওয়ার কি আমদ মারহাবা,
হুযুর কি আমদ মারহাবা,
পুর নূর কি আমদ মারহাবা,
গয়ুর কি আমদ মারহাবা,
উছ নূর কি আমদ মারহাবা,
মকবুল কি আমদ মারহাবা,
আমেনা কে ফুল কি আমদ মারহাবা,
ইয়াছিন কি আমদ মারহাবা,
তোহা কি আমদ মারহাবা,
মুয্যাম্মিল কি আমদ মারহাবা,
মুদ্দাচ্চির কি আমদ মারহাবা,
পিয়ারে কি আমদ মারহাবা,
আওলা কি আমদ মারহাবা,
আলা কি আমদ মারহাবা,
রাসুল কি আমদ মারহাবা,
আচ্ছে কি আমদ মারহাবা,
সাচ্ছে কি আমদ মারহাবা,
বশির কি আমদ মারহাবা,
নজির কি আমদ মারহাবা,
মুনির কি আমদ মারহাবা,
বছির কি আমদ মারহাবা,
শাহির কি আমদ মারহাবা,
খবির কি আমদ মারহাবা,
জাহির কি আমদ মারহাবা,
রউফ কি আমদ মারহাবা,
রহিম কি আমদ মারহাবা,
করিম কি আমদ মারহাবা,
নঈম কি আমদ মারহাবা,
আলিম কি আমদ মারহাবা,
হালিম কি আমদ মারহাবা,
হাকিম কি আমদ মারহাবা,
আযিম কি আমদ মারহাবা,
আক্বা কি আমদ মারহাবা,
দাতা কি আমদ মারহাবা,
মাওলা কি আমদ মারহাবা,
জানে জানা কি আমদ মারহাবা,
সাইয়্যাহে লা মাকান কি আমদ মারহাবা,

www.dawateislami.net

ওয়ালা কি আমদ মারহাবা,
বালা কি আমদ মারহাবা,
পেশওয়া কি আমদ মারহাবা,
রেহনুমা কি আমদ মারহাবা,
রাহবার কি আমদ মারহাবা,
আফসর কি আমদ মারহাবা,
সরওয়ার কি আমদ মারহাবা,
তাজওয়ার কি আমদ মারহাবা,
পেয়ম্বর কি আমদ মারহাবা,
মুনাওয়ার কি আমদ মারহাবা,
মুআত্তর কি আমদ মারহাবা,
শাহে বাহরো বর কি আমদ মারহাবা,
রাসূলে আনওয়ার কি আমদ মারহাবা,
হাবীবে দাওয়ার কি আমদ মারহাবা,
সাকিয়ে কাওসার কি আমদ মারহাবা,
মক্কী কি আমদ মারহাবা,
মাদানী কি আমদ মারহাবা,
আরবী কি আমদ মারহাবা,
করাশী কি আমদ মারহাবা,
হাশেমী কি আমদ মারহাবা,
মুত্তালবী কি আমদ মারহাবা,
সুলতান কি আমদ মারহাবা,
যিশান কি আমদ মারহাবা,
গায়ব দান কি আমদ মারহাবা,
মাহবুবে রহমা কি আমদ মারহাবা,
সরওয়ারে দুজাহা কি আমদ মারহাবা,
শাহে কওন ও মকা কি আমদ মারহাবা,
মাহবুবে রব কি আমদ মারহাবা,
সুলতানে আরব কি আমদ মারহাবা,
রাসূলে আকরাম কি আমদ মারহাবা,
নূরে মুজাস্‌সাম কি আমদ মারহাবা,
শাহে বনী আদম কি আমদ মারহাবা,
নবীয়ে মুহতাশাম কি আমদ মারহাবা,
শাহে আরব ও আজম কি আমদ মারহাবা,
শাফেয়ে উমাম কি আমদ মারহাবা,
সারাপা জুদ ও করম কি আমদ মারহাবা,
দাফায়ে রঞ্জ ও আলম কি আমদ মারহাবা,
সায়্যিদ কি আমদ মারহাবা,
জায়্যিদ কি আমদ মারহাবা,
তায়্যিব কি আমদ মারহাবা,
তাহির কি আমদ মারহাবা,
হাজির কি আমদ মারহাবা,
নজির কি আমদ মারহাবা,
নাছির কি আমদ মারহাবা,
জাহির কি আমদ মারহাবা,
বাতিন কি আমদ মারহাবা,
হামি কি আমদ মারহাবা,
আক্বায়ে আত্তার কি আমদ মারহাবা।

www.dawateislami.net

চেহারা মুবারকের ঔজ্জল্যতা

হযরত সায়্যিদুনা কা'আব বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم إِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ অর্থাৎ যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনন্দিত হতেন তখন নূরানী চেহারা খুশিতে দীপ্তি ছড়াতো এবং এমন লাগতো যেন চাঁদের টুকরো।"

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু সিফতুন নবী, ২/৪৮৮, হাদীস নং-৩৫৫৬)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "مَا رَاَيْتُ شَيْئاً اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم كَاَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِىْ عَلٰى وَجْهِهٖ অর্থাৎ আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি সুন্দর আর কাউকে দেখিনি, যেন এমন মনে হয় যে, সূর্য **তাঁর** চেহারায় পরিচালিত হচ্ছে।"

(মিশকাত, কিতাবুল ফাযায়িল, বাব ফাযায়িলে সায়্যিদিল মুরসালিন, ২/৩৬২, হাদীস নং-৫৭৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আপন আপন ভাষায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, কেউ চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন বা সূর্যের সাথে, এটা শুধুমাত্র বুঝানোর জন্যে, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য তো অতুলনীয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মিলাদ উদযাপনকারীদের উপর প্রিয় নবী ﷺ সন্তুষ্ট হন

একজন সম্মানিত আলিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নযোগে দীদার লাভ করলাম। আমি আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মুসলমানগণ যে প্রতি বছর আপনার শুভাগমণের আনন্দ উদযাপন করে এটা আপনার পছন্দ কিনা? **দয়ালু নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে আমার প্রতি খুশি হয় আমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হই।" (সুবুলুল হুদা, ১ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস। পোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net